

বোর্ড কর্তৃপক্ষের অসতর্কতার খেসারত

পরীক্ষার ফল প্রকাশসহ বিভিন্নভাবে শিক্ষাবোর্ডসমূহের অসতর্কতা, অবহেলা, উদাসীনতার কারণে ছাত্র-ছাত্রী, অভিভাবকদের নানাভাবে হয়রানিমূলক বিভ্রমের শিকার হতে হয়। পাস করা ছাত্র-ছাত্রীকে ফেল বা ফেল করা ছাত্র-ছাত্রীকে পাস দেখানো, নম্বর ফর্দে হিসেবের গড়মিল, সনদপত্র, প্রবেশপত্র, নম্বর ফর্দ, নিবন্ধনপত্রে বানান ও অন্যান্য ভুল। এমনকি পরীক্ষায় অংশগ্রহণ না করা অথবা বহিষ্কৃত ছাত্র-ছাত্রী ও পাস করার মতো চাক্ষুষ সৃষ্টি হয়েছে। দুর্নীতি, স্বজনপ্রীতি, বা হাতের ব্যাপার-সাপারও উড়িয়ে দেয়া যায় না।

স্বনামধন্য গুরুত্বপূর্ণ শিক্ষাবোর্ডসমূহের এ ধরনের অবহেলা-উদাসীনতা কখনও মেনে নেয়া যায় কি? প্রশ্নপত্র ফাঁস সংক্রান্ত অভিযোগে কুমিল্লা শিক্ষাবোর্ডের ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষসহ বেশ কয়েক কর্মচারির সাসপেন্ড হবার রেকর্ডও আছে। ১) এসএসসি পরীক্ষার্থী (১৯৯৩ ইং) যোগমায়া প্রাণ দিলো ঢাকা বোর্ডের অসতর্কতার খেসারত স্বরূপ। যোগমায়া পরীক্ষায় পাস করেছিলো। কিন্তু গেজেটে তাকে ফেল দেখানো হয়। আবেগতাপ্ত হয়ে ফেল করার লজ্জা থেকে মুক্তি পেতে যোগমায়া আত্মহত্যার পথ বেছে নেন।



২) এইসএসসি পরীক্ষায় (ঢাকা বোর্ড) নিলুফা রহিম নামী জনৈক ছাত্রীকে প্রথম বিভাগে পাস দেখানো হয়। মেধাবী ছাত্রী নিলুফার ফলাফলে সন্দেহ হলে চ্যালেঞ্জ করার পর দেখা গেলো সে শুধু প্রথম বিভাগেই পাস করেনি, ৪ বিষয়ে লেটার মার্কসহ মেয়েদের মধ্যে দশম স্থান (মেধা তালিকায়) অধিকার করেছে। এতো বড় একটি ভুলের জন্যে বোর্ড কর্তৃপক্ষ দৃঃ প্রকাশ করে দায়িত্ব পালন করেছে। এতে করে জনমনে সন্দেহ দেখা দেয়। স্বাভাবিক যে, বোর্ড কর্তৃপক্ষ আসলে যে কোনো অসম্ভব কাজ সম্ভব করায় সিন্দ হস্ত। টাকার বিনিময়ে পাস করার যে শুভব শুনা যায় তা যে সত্য হবে না এতোটুকু বিশ্বাস এখন আর নেই। বোর্ড কর্তৃপক্ষের রাশি রাশি ভুলের পরও কর্তৃপক্ষের মন্তব্য হলো এমন ভুল অস্বাভাবিক নয়। যে ভুলে জীবন দিতে হয় সে ভুল আদৌ উপেক্ষণীয় কি-না তা বোর্ড কর্তৃপক্ষকে ভেবে দেখাতে অনুরোধ করছি। তাছাড়া যে ভুল ধরা পড়ে না তাতো আর ভুল নয়। এভাবে বোর্ড কর্তৃপক্ষের অসতর্কতা, অবহেলা, উদাসীনতার হাত থেকে ছাত্র-ছাত্রী-অভিভাবকদের মুক্তি পাবার জন্যে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করতে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের আশু দৃষ্টি আকর্ষণ করছি।

রতন চন্দ্র দেবনাথ

গ্রাম+ডাক : রায়পুর

দাউদকান্দি, কুমিল্লা।

AND STATISTICS

3. SYSTEM SHEET